বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ঢাকা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

জীবন প্রবাহ

শিক্ষিকা জহুরা বেগম পেনশনের ক'টি টাকা চান

॥ আরজিনা রহমান ॥

টাঙ্গাইল জেলার সবার সুপরিচিত ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় শিক্ষিকা জহুরা বেগমের সুদীর্ঘ তিন বছর পরও তার পেনশনের কোন সুরাহা হচ্ছে না। এক অনিশ্চিত দুঃসহ জীবন নিয়ে তিনি দিন কাটাচ্ছেন। তিনি বলেন, আর কতদিন এভাবে চলবে আমি জানি না। মরণের আগে পেনশনের টাকা হাতে নিয়ে মরব কি-না তাও জানি না।

তিনটি বছর অন্যের কাছে সহজ হলেও জহুরা বেগমের জঠর-জ্বালার কাছে অসহনীয়। পেনশনের টাকা পাবার জন্যে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের সকল শাখা-প্রশাখায় বিনীত আবেদন জানিয়েছেন। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেছেন কখন শুনবেন আশার বাণী। কিন্তু নিরাশ হয়েই অশান্ত বুকে বাড়ী ফিরতে হয়েছে। ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জীবন প্রবাহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টাঙ্গাইল শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিবেদিত শিক্ষিকা জহুরা বেগম। স্কুলের শুরু থেকেই এ বিদ্যালয়ে কাজ করে আসছেন নিরলসভাবে। জীবন প্রারম্ভে স্বামীকে হারিয়ে সুখ স্বপ্ন চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলে তিনি স্কুল নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকতেন। নিঃসন্তান এ মহিলা চাকরি করার পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে বিএ পাস করেন।

স্কুলের মায়া ছাড়তে না পেরে বৃহত্তর স্বার্থে কোথাও পা বাড়াননি। এখানেই রয়ে যান সামান্য বেতনে। অন্যের সন্তানদের, নিজ সন্তানের মত মানুষ করেন।

১৯৮১ সালের ২১ এপ্রিল জহুরা বেগমের ৫৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় তার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়। তবু তিনি ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করেন। বাকী ক'বছর তিনি বিনা বেতনেই কাজ করেছেন। আজ অবসর জীবনে পা ফেলে আর্থিক কষ্টের শিকার হয়েছেন। গত তিন বছর যাবত জহুরা বেগমের কোন আয়-রোজগার নেই। এর ফলে তার পক্ষে দু'বেলা আহার জোটানো সম্ভব হচ্ছে না। জীবন সায়াহ্নে আজ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। অন্যদিকে স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে। এই শরীর নিয়ে তিনি আর ছুটতে পারছেন না পেনশনের জন্যে। সারা জীবন কচি কোমল ছাত্র-ছাত্রীদের বুকে জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে আজ তিনি নিঃশেষ হয়ে পড়েছেন।

তার আজ শুধু একই প্রশ্ন আমাকে কি না খেয়েই মরতে হবে? পেনশনের টাকা ক'টি পেলে তো আমাকে এভাবে উপোস করে মরতে হবে না।